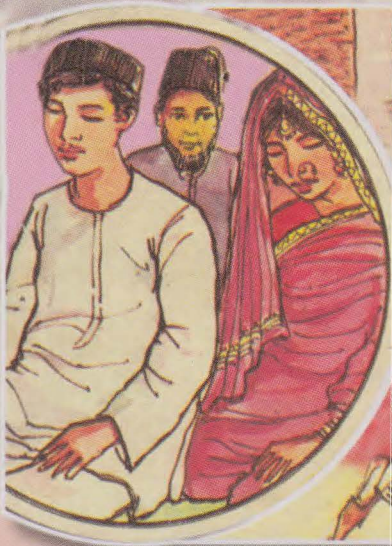
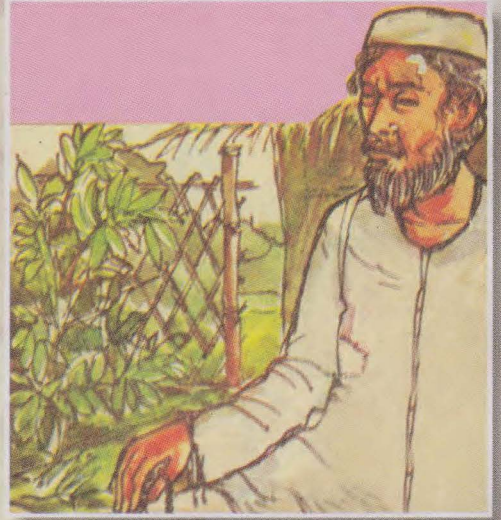
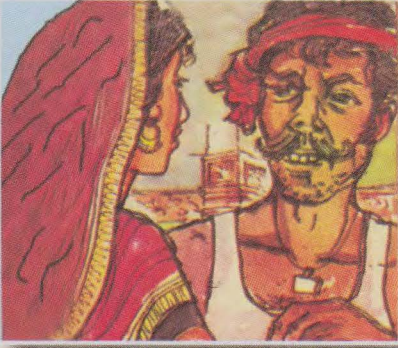


# দেওয়ানা মদিনা

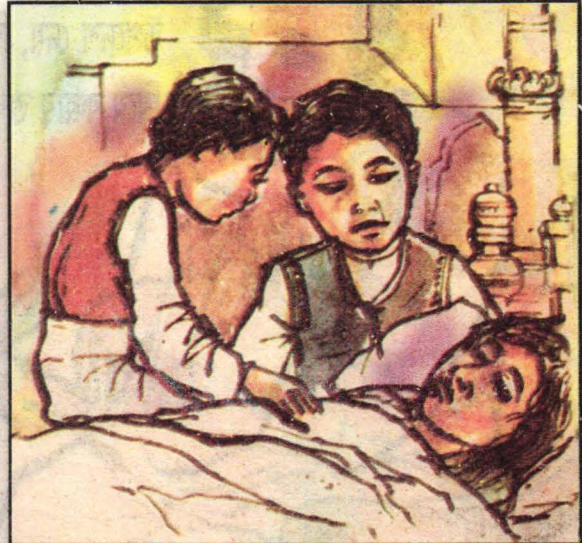
আসকার ইবনে শাইখ



কাছারী ঘরের সামনে আলাল-দুলালকে  
নিয়ে শোকাবুল দেওয়ান সোনাফর  
বসে বসে ভাবে ।



সিলেট জেলার বান্যচঙ্গ গ্রাম । সেই গ্রামের দেওয়ান  
সোনাফর বড় জমিদার । ধন-দৌলত, লোক-লঙ্কর কোন  
কিছুরই অভাব ছিলনা তাঁর  
তবু মনে শান্তি নেই ।



আলাল দুলাল এই দুই কিশোর সন্তানকে  
রেখে মারা গেছেন দেওয়ানের স্ত্রী ।

মাতৃহারা দুই ছেলেকে সব সময়ই দেওয়ান  
বুকের কাছে আগলে রাখেন, আর ভাবনা-  
চিন্তা করেন। কোন কাজেই মন বসে না।



পাত্র-মিত্র সবাই বোঝায়  
দেওয়ান সাহেবকে।  
উপদেশ দেয়, দ্বিতীয়বার  
বিয়ে করার জন্য।

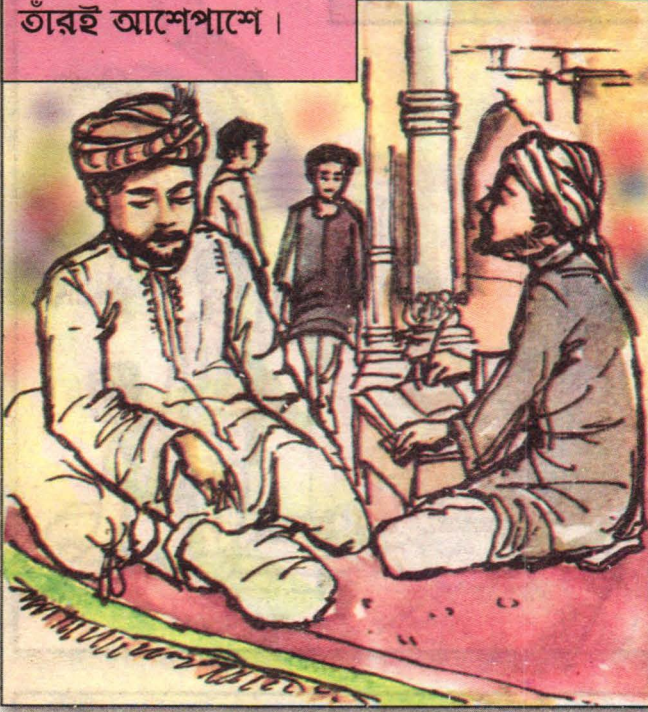


কিন্তু আলাল-দুলালের সৎ মা ঘরে  
আনতে নারাজ দেওয়ান সোনাফর।



শেষতক অবিশ্বিয়া রাজী হতে হয় দেওয়ানকে। পাক্কীতে  
চড়ে ঘরে আসে দেওয়ান সাহেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী।

দেওয়ান আলাল-দুলালকে সৎ মার কাছে  
পাঠান না কোন সময় । জমিদারীর কাজ-  
কাম দেখেন দেওয়ান । আলাল-দুলাল থাকে  
তঁরই আশেপাশে ।

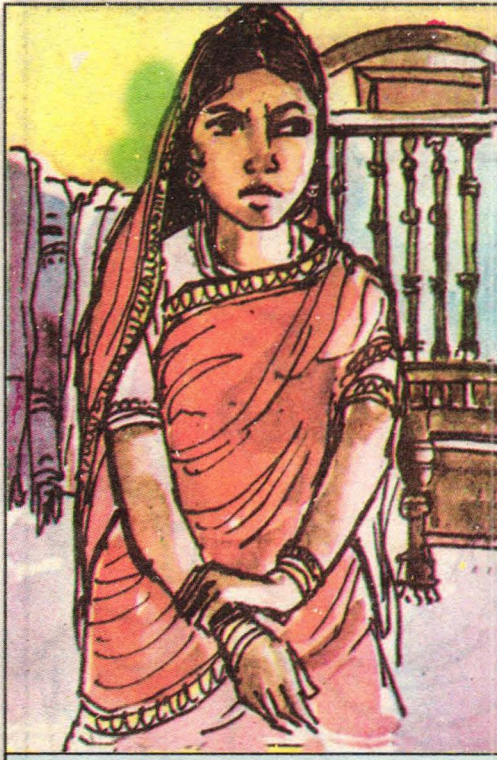


এদিকে দেওয়ানের স্ত্রী ভাবে :

সতীন পুত্রে করে কতনা আদর!  
ফিরিয়া না চায় মোর পানে  
এক নজর ।



ক্রমে সতীন-পুতেরা তার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় ।  
খাওয়া-লওয়া ভাল লাগেনা । সব সময়ই চিন্তা,  
কি করে এই গলার কাঁটা দূর করা যায়!



সংমা কান্না জুড়ে দেয় নিজের ঘরে বসে ।



শেষে একদিন মতলব করে সংমা ।  
চোখে জ্বলে ওঠে তার হিংসার আঙন

আমি সংমা বলে আলাল-দুলালকে  
আমার কাছ থেকে দূরে রাখেন ।

খবর পেয়ে ছুটে আসেন দেওয়ান  
সোনাফর । স্ত্রী তখন কেঁদে কেঁদে কয় :

আর মানুষ আমার বদনাম করে!

আমি কি তাদের পর?

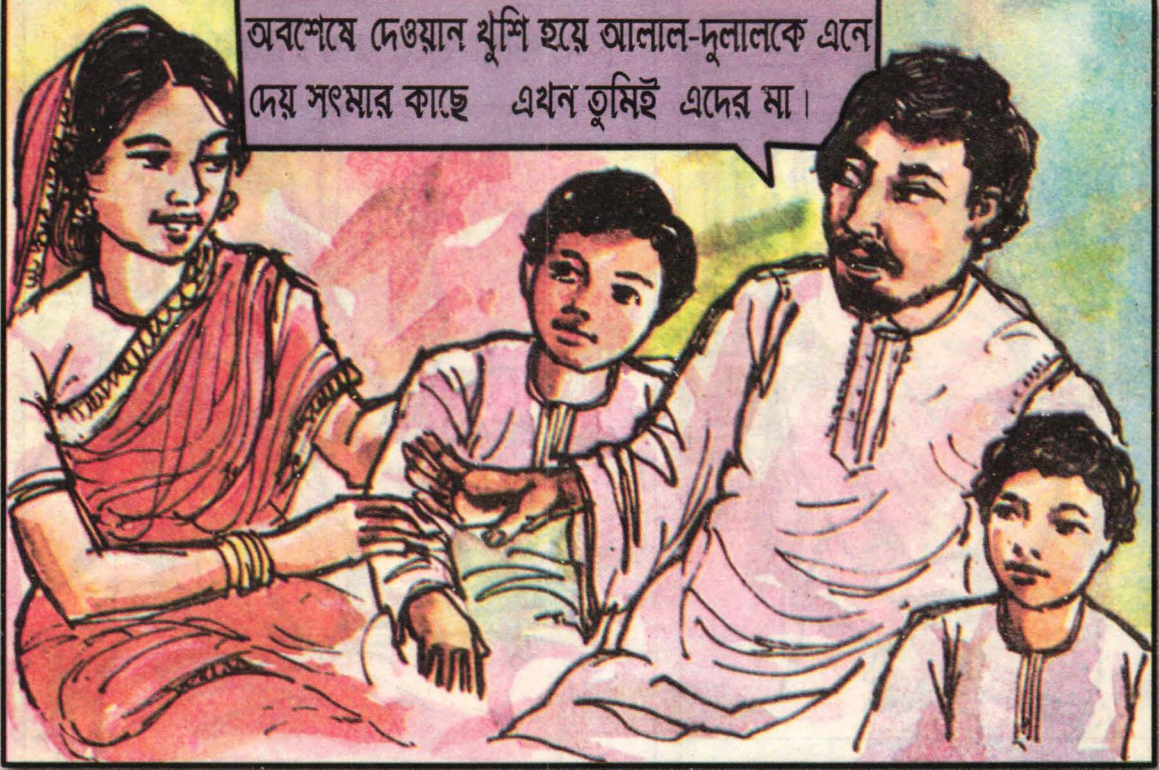
আমার কি সাধ হয় না

মায়ের মত তাদেরকে

আদর করি?



অবশেষে দেওয়ান খুশি হয়ে আলাল-দুলালকে এনে  
দেয় সংমার কাছে এখন তুমিই এদের মা।

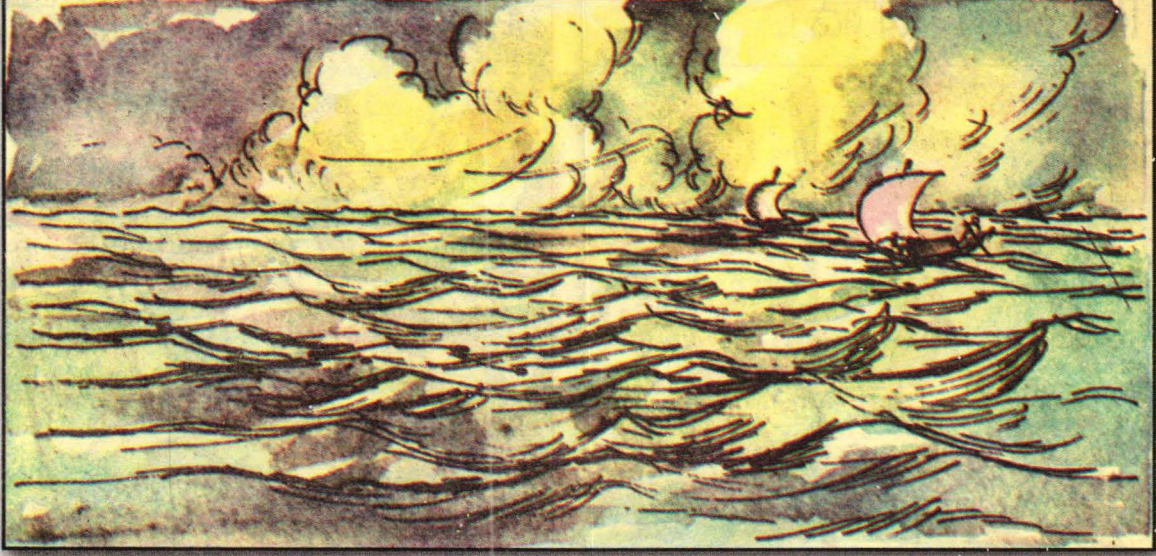


আদর-যত্নের সীমা থাকেনা আলাল-  
দুলালের! সং মা নিজের হাতে সাজায়  
তাদের!

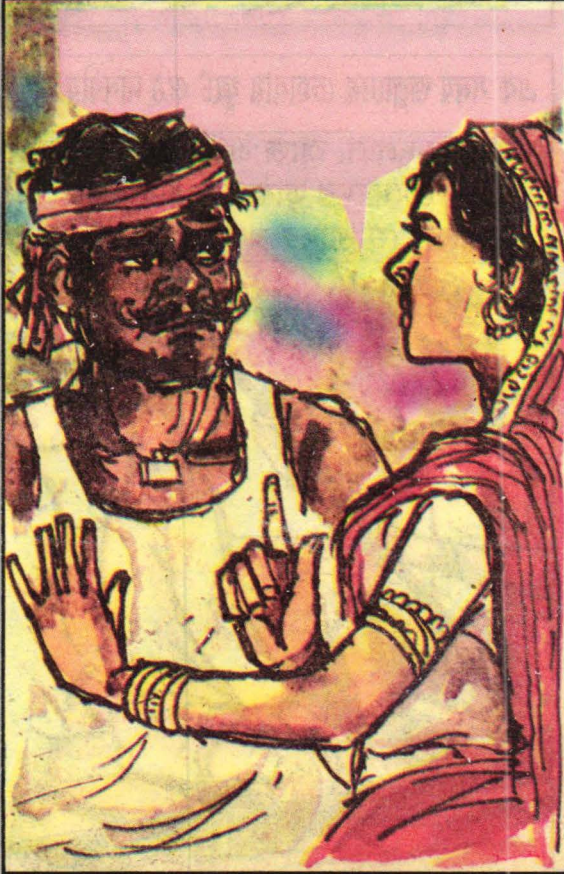


নিজের কাছে বসিয়ে খাওয়ায়।

দিন যায় । বর্ষা আসে । দু'কূল ভাসানো হাওরে বর্ষার পানি টলমল করে!  
হাওর তো নয়, যেন এক সাগর! কূল নেই, কিনারা নেই ।



সৎমা এদিকে আলাল-দুলালকে মেরে ফেলার  
মতলব করে । সে জল্লাদকে ডেকে পাঠায় ।



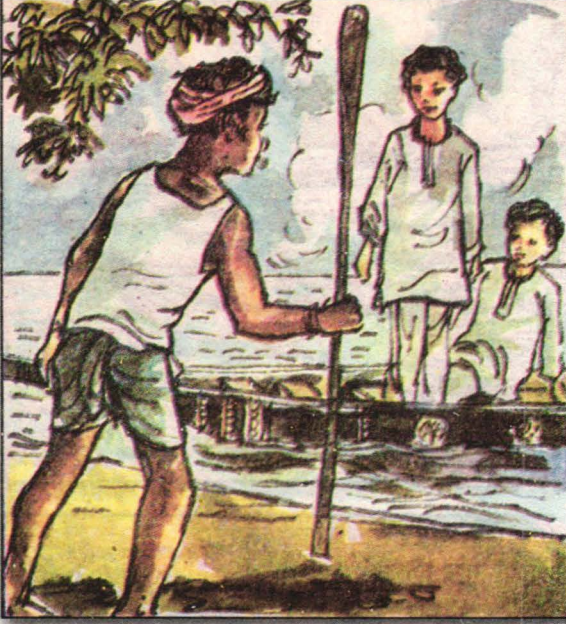
দৌড়ের নায়ে করে আলাল-দুলালকে  
নিয়ে যাবে হাওরে । তারপর-



বিশ পুড়া জমির লোভে জল্লাদ  
আত্মহারা । রাজী হয় যে কোন  
কাজ করতে সৎমার কথায় ।



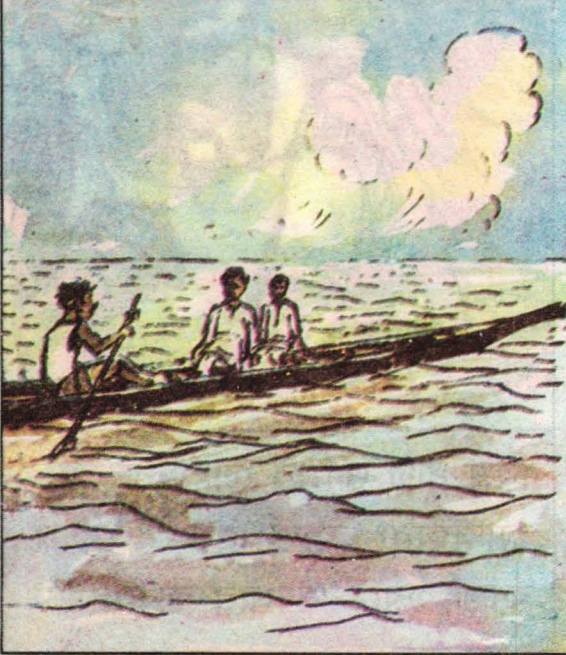
কথামত একদিন নৌকা-বাইচের আরং  
দেখাতে জল্লাদ আলাল-দুলালকে নিয়ে  
গিয়ে দৌড়ের নায়ে ওঠে ।



অদূরে দাঁড়িয়ে দেখে সোনাফর-  
দেওয়ান ও সৎমা ।



চেউ এর পর চেউ কেটে দৌড়ের নাও এগিয়ে  
চলে । জল্লাদের সঙ্গে আলাল আর দুলাল ।



এক সময় জল্লাদের চেহারা য ফুটে ওঠে দানবীয় রূপ ।

আলাল-দুলাল, আজ এখানেই তোমাদের  
মরণ । তোমাদের ভুবিয়ে মারার হুকুম  
দিয়েছেন তোমাদের সৎমা ।



জল্লাদের কথা শুনে ডুকরে কেঁদে ওঠে দুই ভাই।



আগে যদি জানতাম সতাই  
এইতোমার মনে,  
পালাইয়া দুই ভাই থাকতাম  
ফিরিয়া বনে বনে।

ছেড়ে দেওয়ার জন্য, প্রানে না মারার জন্য দুই ভাই  
কত অনুরোধ করে জল্লাদকে!



এই অঞ্চল ছেড়ে আমরা চলে যাব।  
বিশপুড়া জমি তুমি ঠিকই পাবে

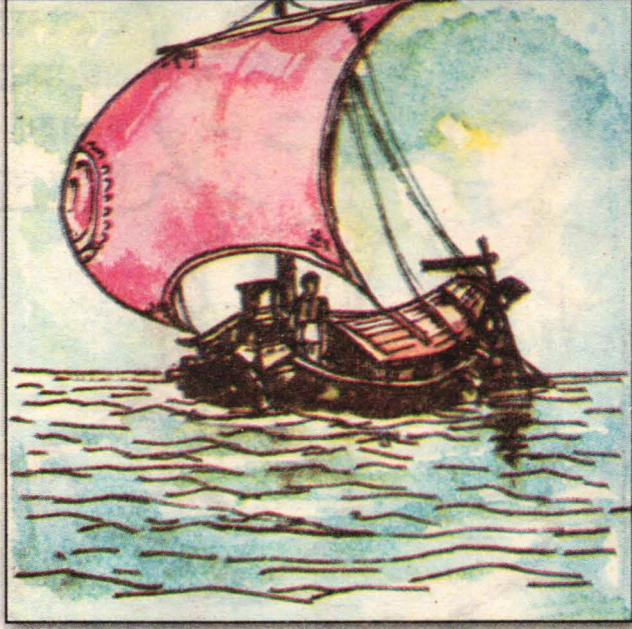
কথাটা শুনে জল্লাদ ভাবেঃ



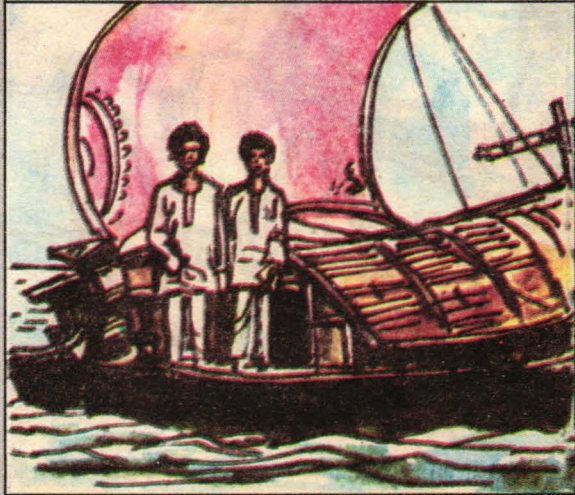
তাইতো, তাই করলে জমিও পাব,  
আর মানুষ মারার পাপ  
থেকেও বাঁচব।

হঠাৎ তাকিয়ে জল্লাদ দেখে :

এক সাধু সদাগরের বাণিজ্যের নাও আসছে ।



সাধু সদাগর ছেলে দুটিকে  
সঙ্গে নিয়ে গেল ।

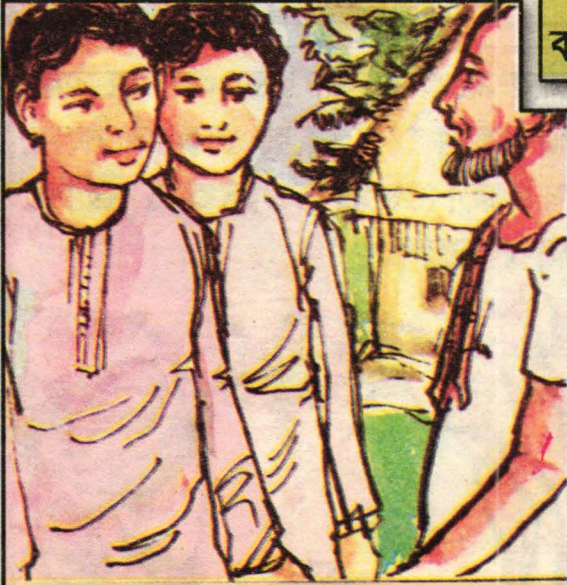


সাধু সদাগর জল্লাদের চেহারা দেখে ভাকাতের  
নৌকা মনে করে তার নৌকায় এল । জল্লাদ  
ভয় পেয়ে সব বলল ।

একদিন ধনু নদীর তীরে কাজল  
কান্দা গ্রামের ঘাটে ভিড়ল এসে সাধু  
সদাগরের নাও

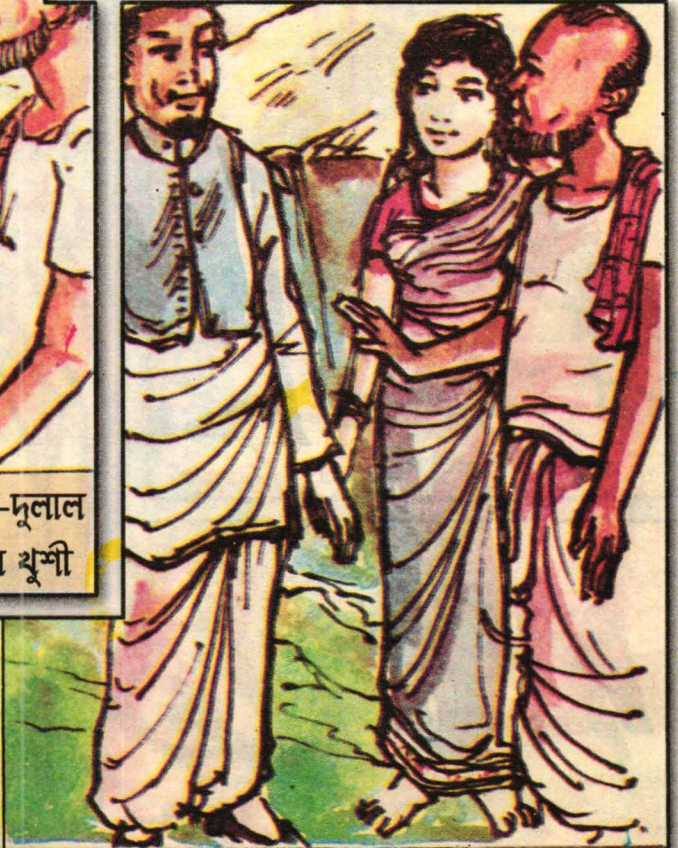


কাজল কান্দা গ্রামের এক গৃহস্থের  
বাড়ী থেকে অনেক ধান কিনল সাধু সদাগর।



ধানের বদলে মূল্য দিল কি? আলাল-দুলাল  
দুই ভাইকে। গৃহস্থ দুই ভাইকে পেয়ে খুশী

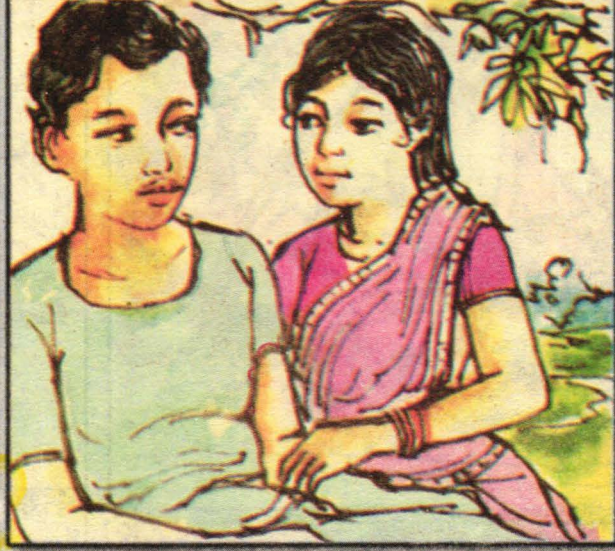
এদেরে পেলে ধানের দাম  
আর চায় না সে। গৃহস্থের  
পাশে দাঁড়িয়ে তখন তারই  
কিশোরী মেয়ে মদীনা।



সারাদিন গরু রাখে দুই বেলা খাইয়া,  
মনের দুঃখে আলাল একদিন গেল পলাইয়া।



দুলাল সেই গৃহস্থের বাড়ীতেই থাকে।  
দুলালের সঙ্গে মদীনার খুব ভাব। এক  
সঙ্গেই তারা খেলা করে।



ভাইকে হারিয়ে দুলাল কাঁদে।  
মদীনা তাকে সাস্তনা দেয়।



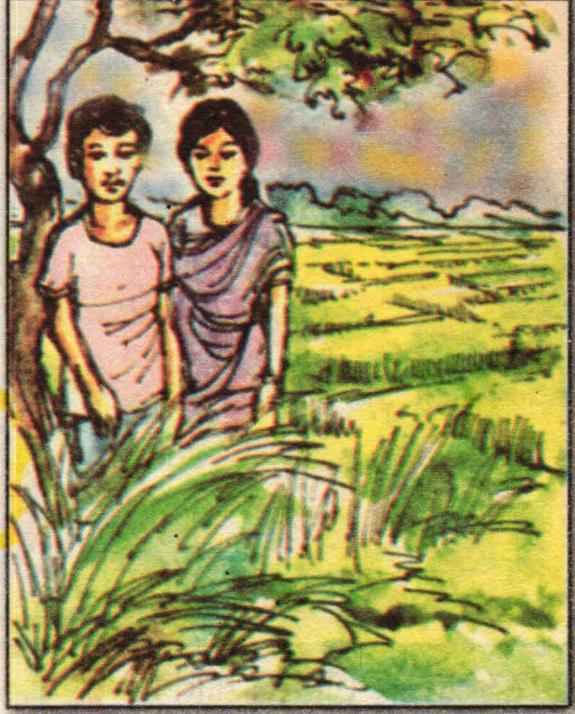
এদিকে এক গাছের নীচে ঘুমিয়ে থাকা আলালকে  
পেল এসে দূর গাঁয়ের এক বড় লোক পক্ষী-শিকারী,  
নাম দেওয়ান সেকান্দর। দেওয়ান আদর করে নিয়ে  
গেল আলালকে।



দিনের পর রাত আসে । রাতের পর দিন ।  
দুলাল আর মদীনা ঘুরে বেড়ায় নদীর ধারে ।

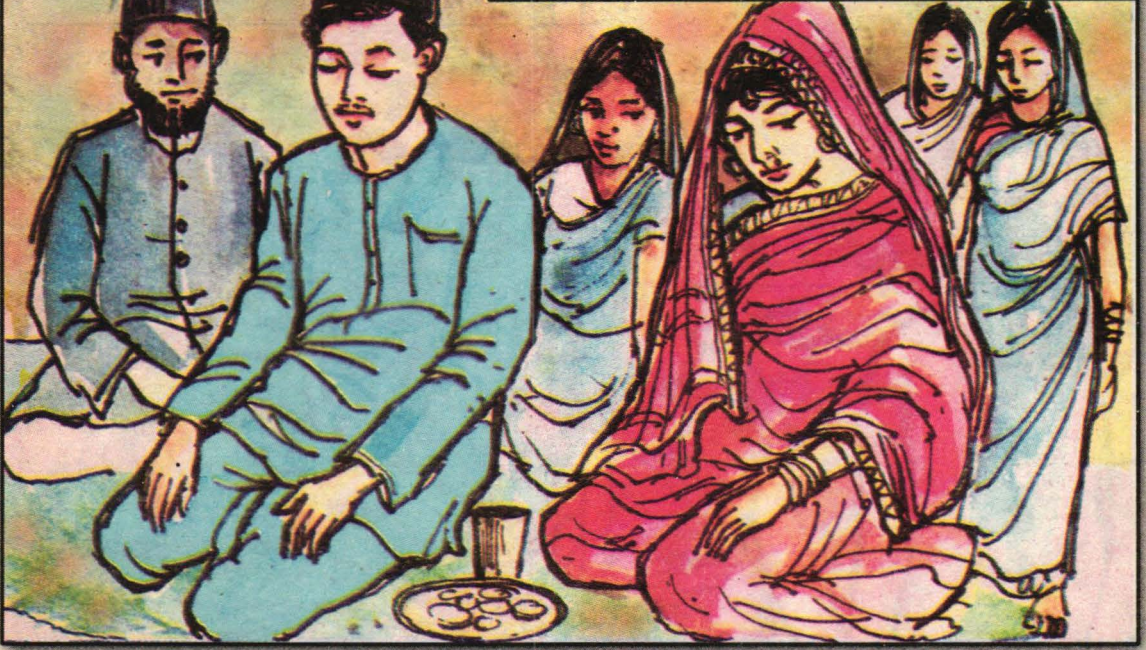


ঘুরে বেড়ায় ক্ষেত খালের আশে-পাশে ।



একদিন দুলাল-মদীনা ধরে আনে এক  
বুলবুলির বাচ্চা । আদর করে পিঞ্জিরায়  
ভরে সেই বাচ্চাকে ।

তারপর, যথাসময়ে একদিন বিয়ে হয় দুলাল-মদীনার!

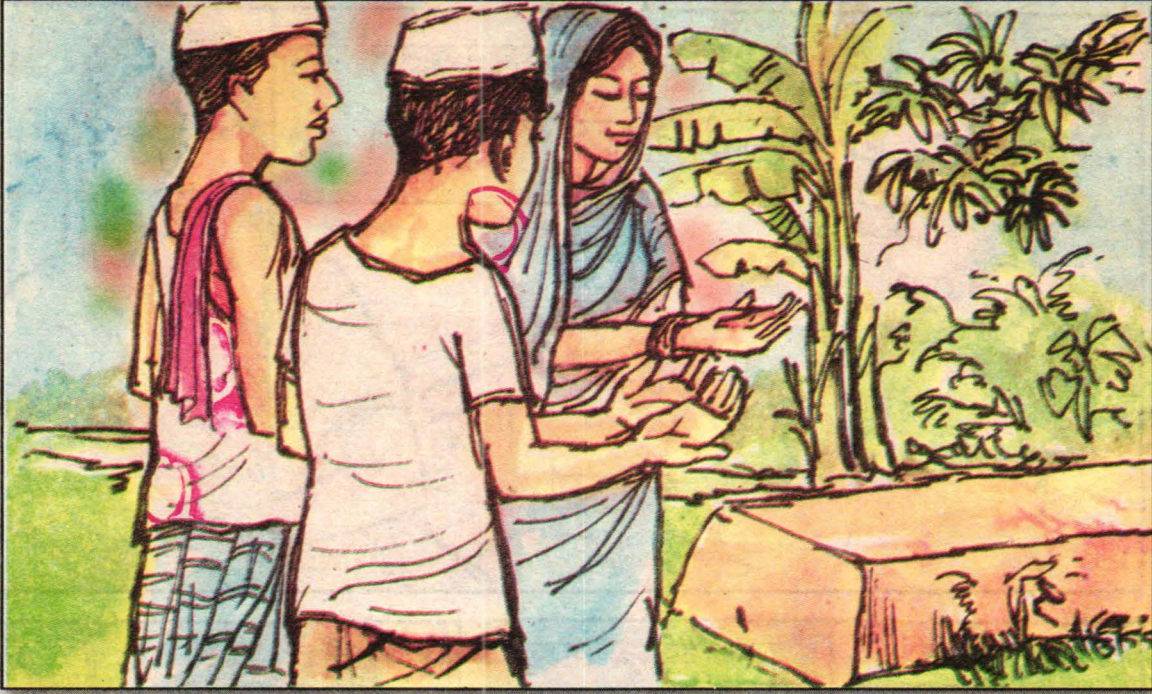


এখন দুলাল ঘর-গিরস্থির মালিক।  
দুলাল মাঠে কাজ করতে যায়। মদীনা  
বাড়ীর পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে।

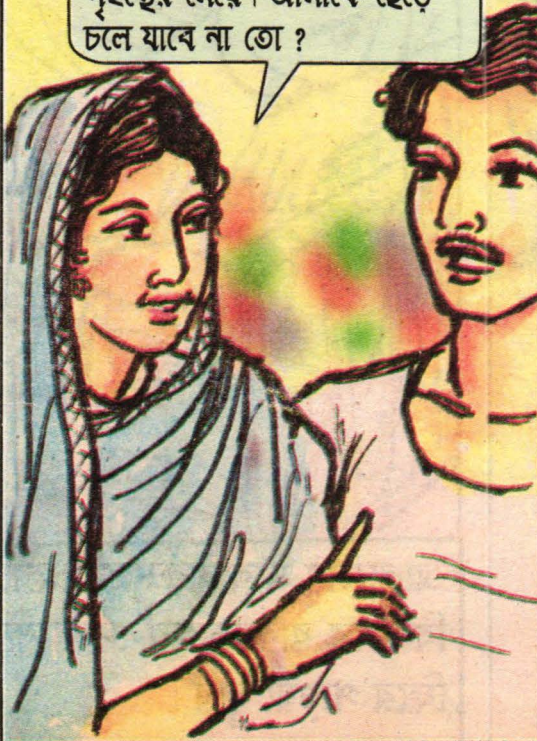


ক্ষেতের ফসল ঘরে তোলে দু'জনেই।

যথাসময়ে গৃহস্থ মারা যায়। বাপের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মদীনা  
তার খড়্‌ ভাই ও দুলাল খোদার কাছে দোয়া চায়।



তুমি তো দেওয়ানের ছেলে! আমি  
গৃহস্থের মেয়ে। আমাকে ছেড়ে  
চলে যাবে না তো ?



কি হবে আমার দেওয়ানী দিয়ে?  
তোমার ভাই আছে, তুমি আছ, আর  
আছে আমাদের ছেলে সুরত জামাল।  
এই তো আমার সব!





এদিকে দেওয়ান সেকান্দরের বাড়ীতে কাজ করে আলাল। সেও এখন যুবক তার ব্যবহারে দেওয়ান খুব খুশী। স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেন দেওয়ান :

এত বছর কাজ কাম করল আলাল। কিন্তু  
মাইনে পত্র নিলনা। বড় ভাল ছেলে

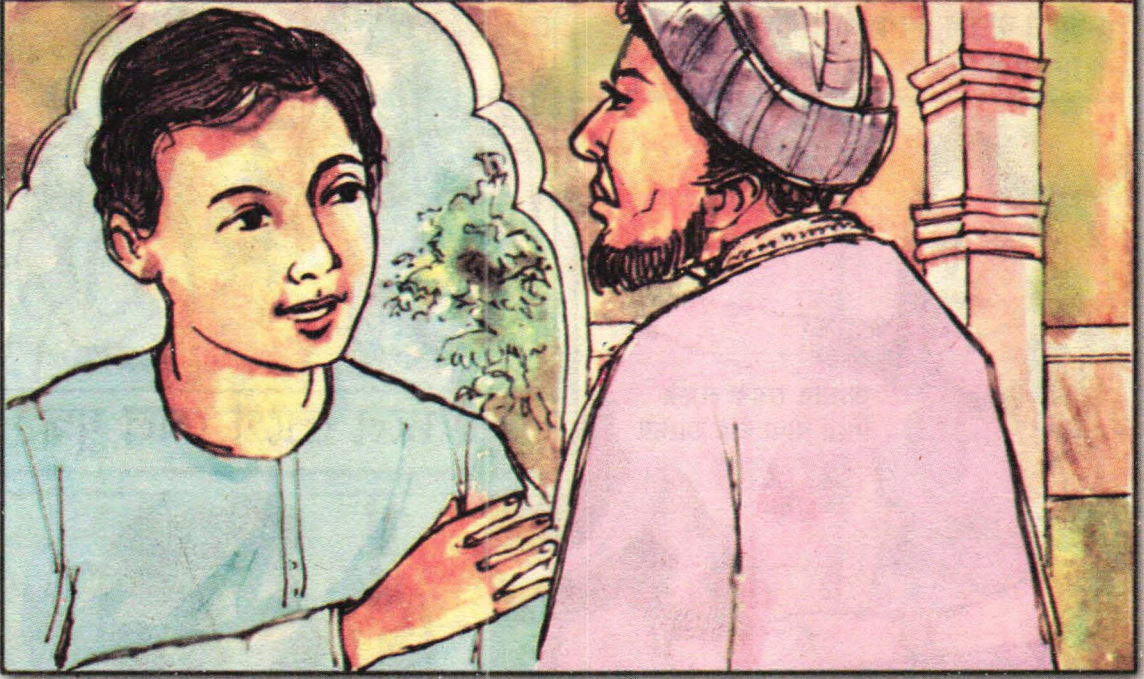


আমাদের দুই মেয়ে-  
মোমেনা আর আমিনা। আলালেরও নাকি  
একভাই আছে। যদি এই দুই ভাইয়ের হাতে  
দুই মেয়েকে দিতে পারতাম!



আলালের মনে একমাত্র চিন্তা,  
কি করে বান্যাচক্ষের দেওয়ানী  
ফিরে পাওয়া যায়।

একদিন দেওয়ান সেকান্দরকে বলে আলাল, সব কথা। তারপর পাঁচ শ' কামলা ও দু'শ ফৌজ চায় সেকান্দরের কাছে। উদ্দেশ্য বান্যাচক্ষের দেওয়ান বাড়ী দখল করে সেখানে নিজেদের ঘরবাড়ী ঠিকঠাক করে নেওয়া।



সেকান্দর দেওয়ান তাতেই রাজী হয়। তারপর আলালকে বলে তাদের মেয়েদের বিয়ের কথা



“আগে বাড়ী দখল করি। দুলালের সন্ধান করি। তারপর দুইভাই এক সঙ্গে বিয়ে করব।”

সোনাফর দেওয়ান তখন বেঁচে নেই। ছেলেদের  
শোকে তিনিও মারা গেছেন। আলাল-দুলালের  
সংমা শুনলঃ লোক-লস্কর নিয়ে কারা যেন  
দেওয়ান বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে।  
সংমা গর্জে উঠে।



দুই দলে লেগে গেল যুদ্ধ।



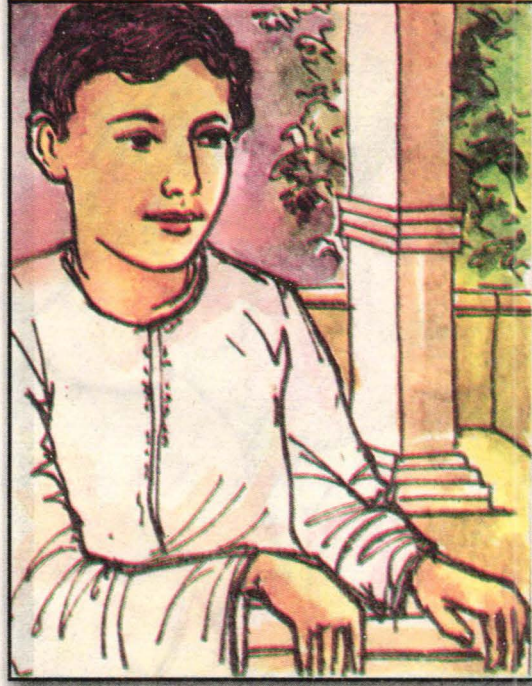
আমার লোক লস্কর  
নিয়ে বাধা দাও তাদের



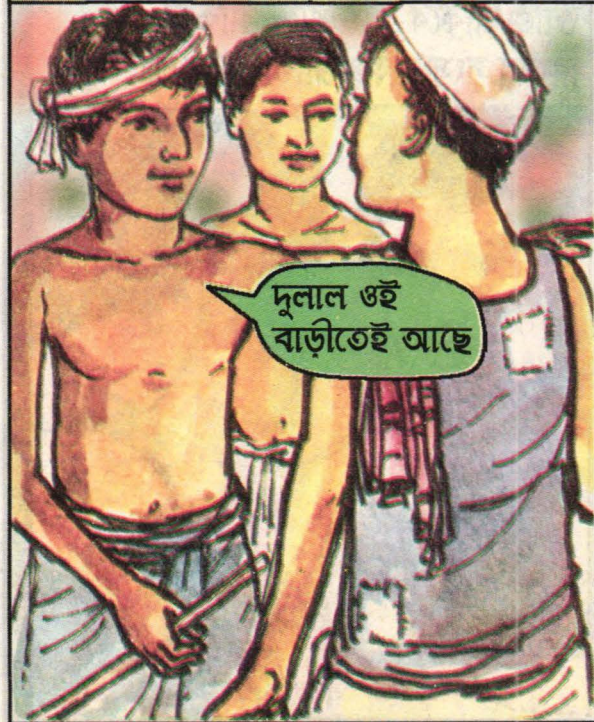
কিন্তু পরাস্ত হয়ে ভেগে গেল সংমা রাতের অন্ধকারে  
বান্যাচক্ষের আরাম-আয়েশ ছেড়ে।

বান্যচঞ্চ হাতে এল । কিন্তু  
আলালের মনে শান্তি নেই

একেলা আলাল পরে ভাইয়ের তালাসে ।  
দরিদ্রের বেশে মিশ্রা চলিল বিদেশে ॥



একদিন কাজলা কান্দাতে গিয়ে  
একদল রাখালের কাছে থবর পেল ।



তারপর দুই ভাইয়ে দেখা হলো বহুদিন পর  
দুলালকে বুকে জড়িয়ে ধরল আলাল ।

আলাল কয় দুলালেরে :

শোন পরানের ভাই ।  
দেওয়ান গিরী করি গিয়া  
চল বাজী যাই ।



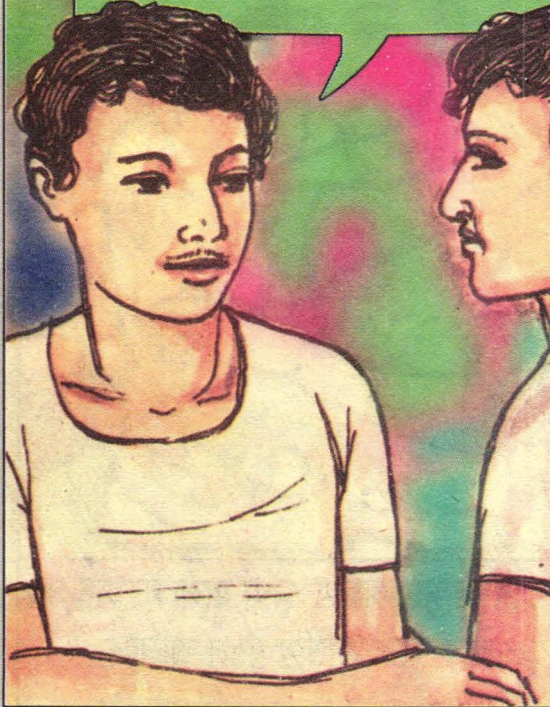
কহে তো দুলাল পরে এই কথা শুনিয়া ।

গিরশ্বের কন্যারে যে করিয়াছি বিয়া ॥



আরও বলে দুলাল-মদীনা ও ছেলে  
সুরত জামালের কথা ।

তাদের ছাড়িয়া যাই কেমন করিয়া ।



‘শোন দুলাল ভাই ।

তালাক নামা লেখ্যা গেলে অধর্ম কিছুই নাই ।  
জাতি থাকিবে না সেখানে থাকিলে ।  
কিসের সংসার কও জাতি না রহিলে ॥





দুলালের মাথায় যেন  
আকাশ ভেঙে পড়ে! মহা  
এক ভাবনায় পড়ে যায় সে  
একদিকে নিজের স্ত্রী-পুত্র,  
অন্য দিকে বাপ-দাদার  
খান্দান! কোনটা বাদ দিয়ে  
কোনটা রাখবে সে!

অবশেষে খান্দানের মোহই তার জয়ী  
হয়। মদীনার কথা সে ভুলেই যাবে।  
মনে করবে, মদীনা বেঁচে নাই

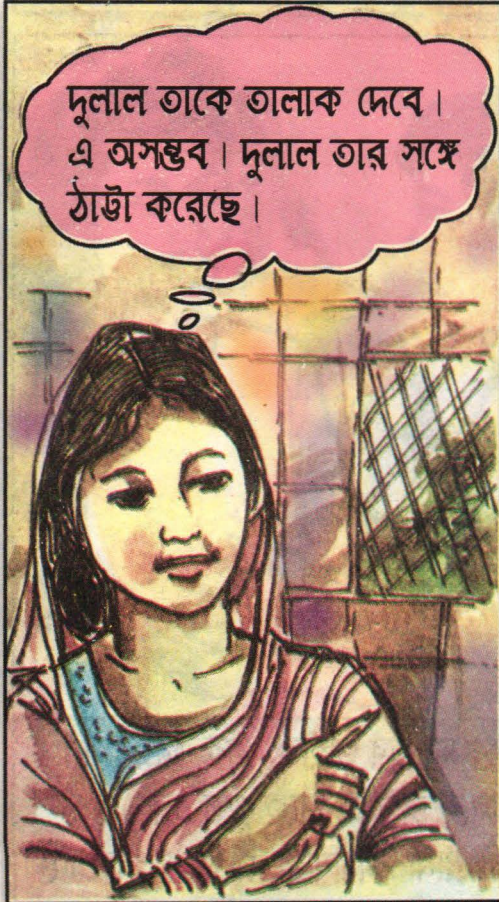


ডেকে আনে মদীনার ভাইকে। সব কথা বলে  
দুলাল মদীনার ভাইয়ের হাতে তুলে দেয়  
এক তালাক নামা। মদীনাকে সে তালাক দিয়েছে।

তালাক নামা যখন পাইল মদীনা সুন্দরী ।  
হাসিয়া উড়াইল কথা বিশ্বাস না করি ॥  
মদীনার বিশ্বাস, স্বামী তাকে পরখ করার  
জন্য এ চালাকি করেছে ।



দুলাল তাকে তালাক দেবে ।  
এ অসম্ভব । দুলাল তার সঙ্গে  
ঠাট্টা করেছে ।



সুরত জামাল বাপের কথা জিজ্ঞেস করে  
তোমার আক্বা কয়দিন পরেই  
ফিরে আসবেন ।



কিন্তু দুলাল-ছাড়া মদীনার আর  
কাটে না। একলা বসে বসে সে  
দুলালের কথাই ভাবে।



তালের পিঠা বানায় মদীনা।

কাল নিশ্চয়ই আসবেন  
তোমার আকা।



কিন্তু দুলাল আসেনা। তালের পিঠা সামনে নিয়ে  
বসে থাকা মদীনার কাছে এসে দাঁড়ায় সুরত জামাল।



তবু মদীনা অন্য কিছু ভাবতেই পারে না ।  
'শাইল ধানের চিড়া কত যতন করিয়া ।  
হাঁড়িতে ভরিয়া রাখে ছিক্কাতে তুলিয়া ।'  
আর পাশে দাঁড়িয়ে দেখে জামাল ।

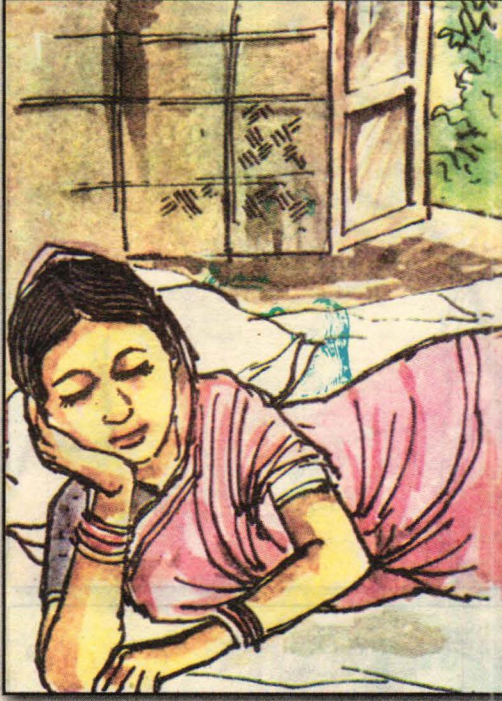


তবু দুলাল আর আসেনা । এবার মদীনার মন  
কেঁপে ওঠে । মলিন মুখে সে ছিক্কার পাশে দাঁড়ায়



বাইর বাড়ীতে দাঁড়িয়ে দুলালের ফিরে  
আসা পথের পানে চেয়ে থাকে ।

এমনি করে ছয় মাস কেটে যায় ।  
বিছানায় শুয়ে শুয়ে মদীনা ভাবে ।  
চোখে তার আঁসুর ধারা ।



অবশেষে বড় ভাইকে ডাকেঃ

জামালকে সঙ্গে নিয়ে তুমি  
বান্যাচঙ্গ যাও ।



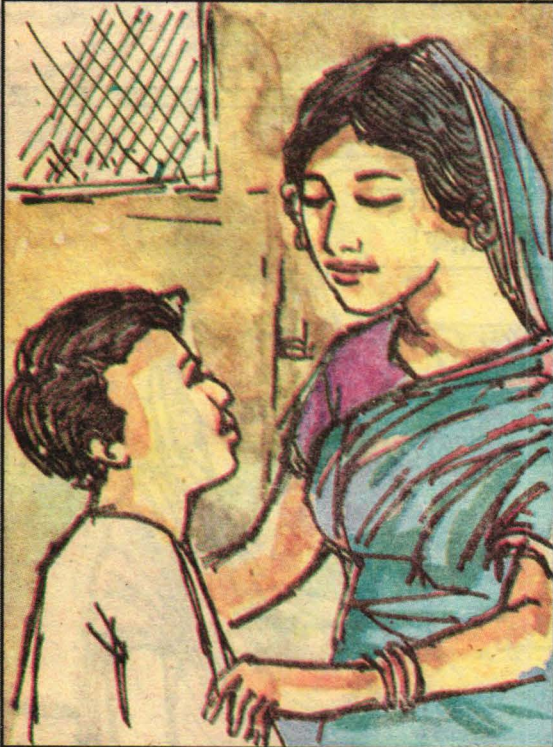
ভাইয়ের মনে অশান্তি

মদীনা, সে তোকে ভুলে গেছেরে!  
সে যে দেওয়ান! বড় লোক!

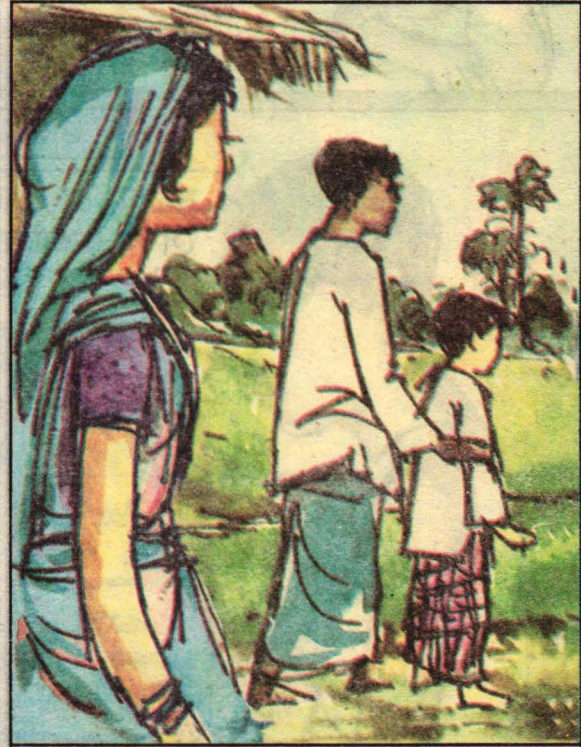


কিন্তু তা বিশ্বাস করতে পারেনা মদিনা। সে ভাবে আলাল ফেরেস্তার মত।  
সে এমন কাজ করতে পারে না।

না আমাকে ভুলে যেতে  
পারে না সে। তার নিশ্চয়  
কিছু হয়েছে।

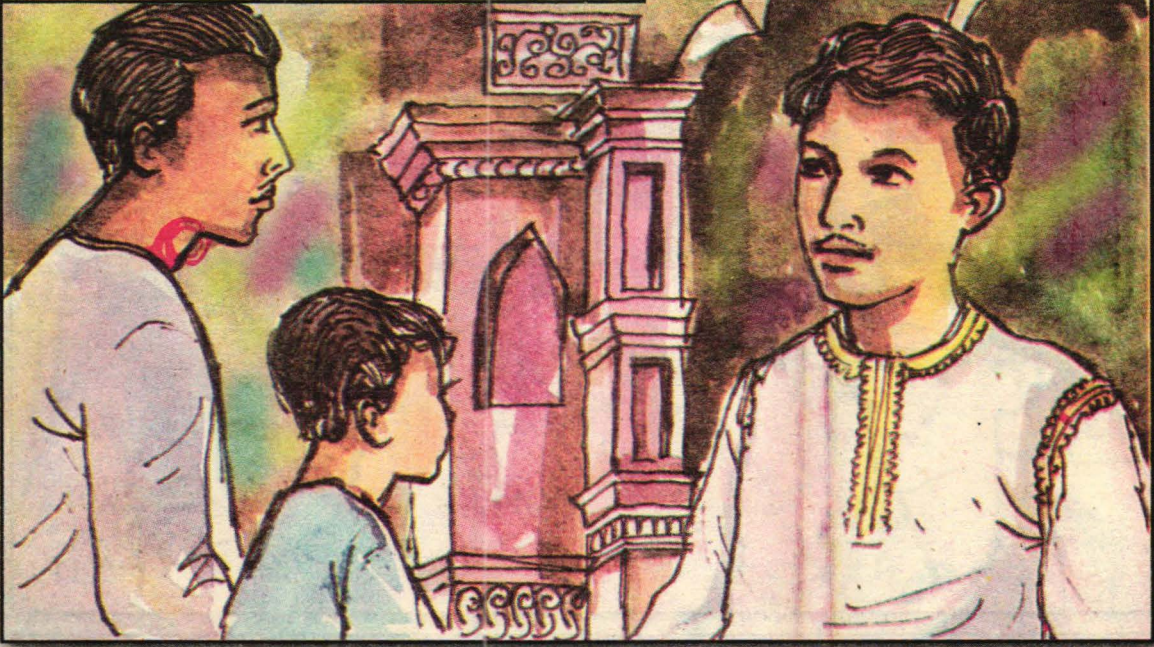


অগত্যা ভাই যেতে রাজী হয়।  
জামালকে সাজিয়ে দেয় মদিনা নিজের হাতে।



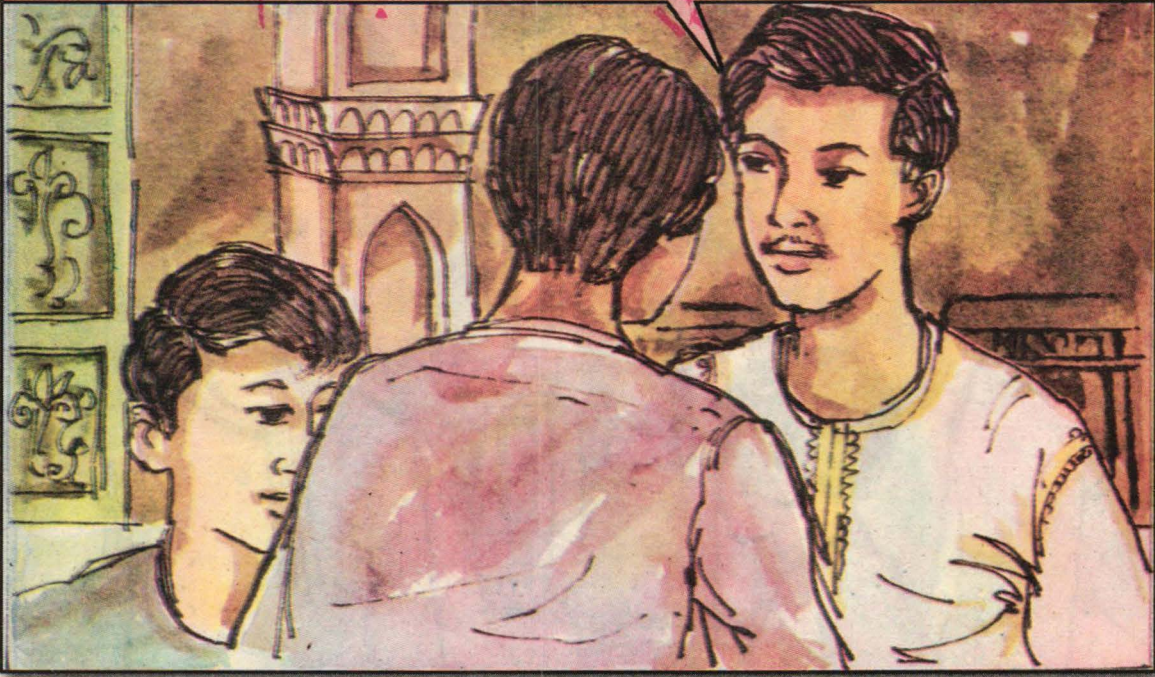
ভাই ও সুরত জামাল রওয়ানা দেয়।  
বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে তা-ই দেখে মদিনা।

বান্যচক্রে দেওয়ান বাড়ীর বারবাঙলার সামনে  
সামনে তাদের সঙ্গে দেখা হয় দুলালের।

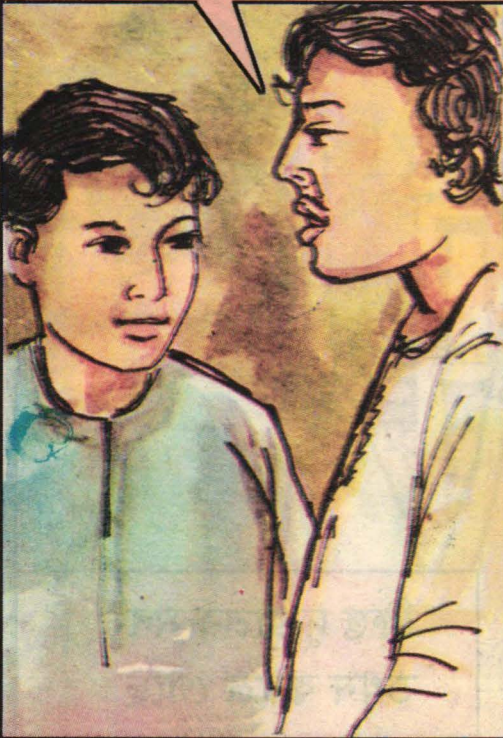


কিন্তু দুলালের মন  
তখন বদলে গেছে।

তোমরা এখান থেকে চলে যাও। সবাই যদি দেখে, যদি জানে আমাদের পরিচয়, তবে যে আমার অসম্মান হবে!

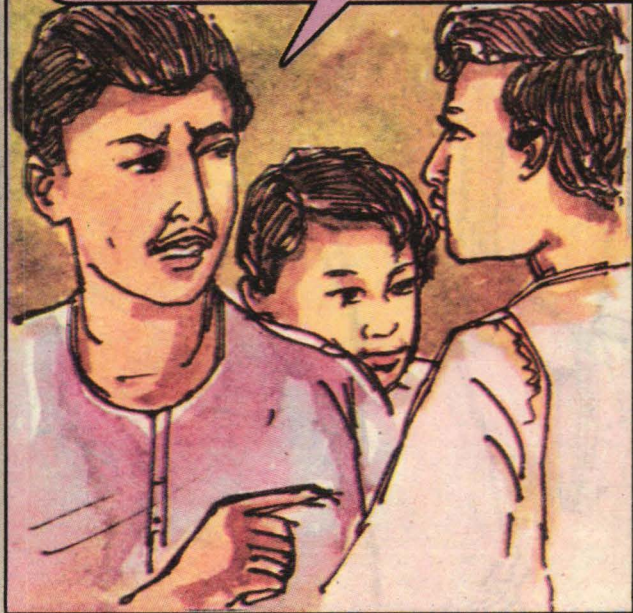


তোমাদের ক্ষেত-খলা আছে তাই চাষ করে দিন গুজরান করগে।



কথা শুনে জামাল নীরব। মদীনার ভাই যাকর মনে খুব দুঃখ পায় :

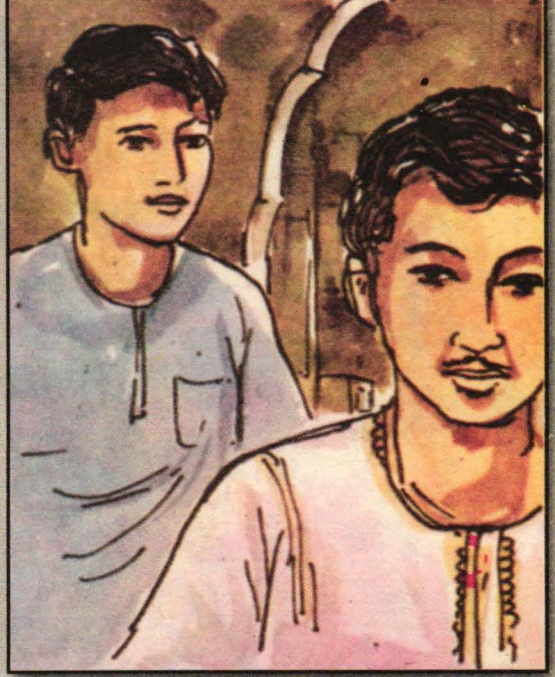
দুলাল, আমাদের পরিচয়ে আজ তোমার সম্মান থাকেনা! একদিন আমাদের ভাতে তোমার প্রাণ বেঁচেছিল!



ফিরে আসার আগে পানি টলমল চোখে  
জামাল বাপকে দেখে নেয়!



জামালের দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে  
দুলাল মুখ ফিরায়



যে পথে গিয়েছিল, সেই পথেই ফিরে চলে  
সুরত জামাল ও মদীনার ভাই।



জামাল বাড়িতে ফিরেই  
মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে!

আব্বা আসবেনা  
আমাদের তাড়িয়ে দিল।

মায়ের নিকট যত  
কহিল খবর।  
তাই শুনে মদীনার  
কাতর অন্তর ॥

মদীনা সব শুনে শোকে আকুল হয়ে গেল।

‘আল্লা’ কি লেখছ কপালে!  
বনের পংখী অইয়া যেমন  
উইড়া গেল চইলে!!

মদীনা গিয়ে পিঞ্জিরা থেকে  
বুলবুলিটাকে ছেড়ে দেয়।

সর্বহারা মদীনা ভাবে আগেকার কত কথা!  
সকল সুখে-দুঃখে দুলাল ছিল তার পাশে।



অতীতের কথা মদীনা কিছুতেই  
মন থেকে মুছতে পারে না।

স্বামীর জন্য ভাত বেড়ে বসে থাকত মদীনা!  
স্বামী আসত বন্দের কাজ সেরে।



গরুর জন্য দুলাল ঘাস কাটত, আর গরুর চাড়িতে  
পানি দেওয়ার জন্য কলস কাখে দাঁড়াত  
এসে মদীনা।



ঘরের চালে লাউগাছের ডগা উঠিয়ে  
দিত দুলাল। নিচে দাঁড়িয়ে তাই দেখত মদীনা!



দুলাল গাছ থেকে লাউ পেড়ে এনে দিত  
গাছের কাছে দাঁড়ানো মদীনার হাতে।

দুঃখে বেদনায় মদীনা পাগল হয়ে গেল।  
সে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিল।



পাগল হয়ে চিৎকার করে সবাইকে  
বকতে শুরু করল।



“ক্ষণে হাসে-”



“-ক্ষণে কান্দে-”



“-ক্ষণে দেয় গালি!”



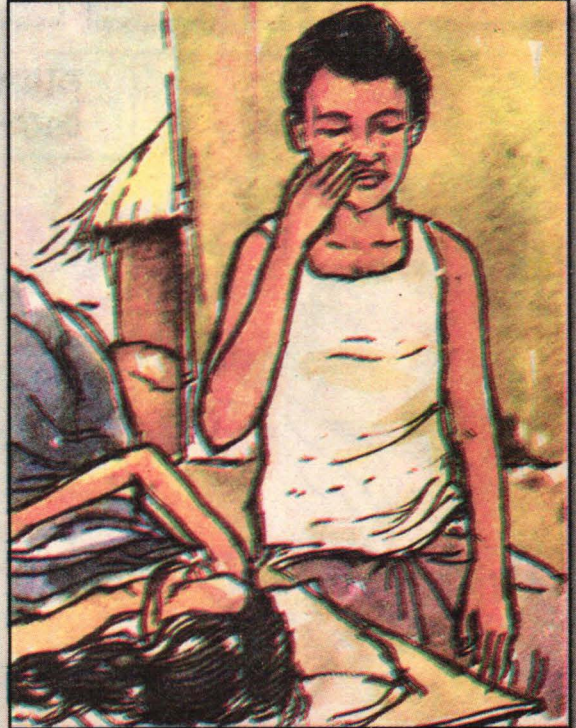
“ক্ষণে গায়, ক্ষণে দেয় করতালি!!”



“খাওন বেগর, আর না এই অবস্থায়।  
সোনার অঙ্গ মলিন হইয়া হাড়েতে মিশায়!!”



মায়ের অবস্থা দেখে জামাল শুধু কাঁদে!



মদীনার অবস্থা দেখে বড় ভাই  
মলিন মুখে চোখ মুছে।

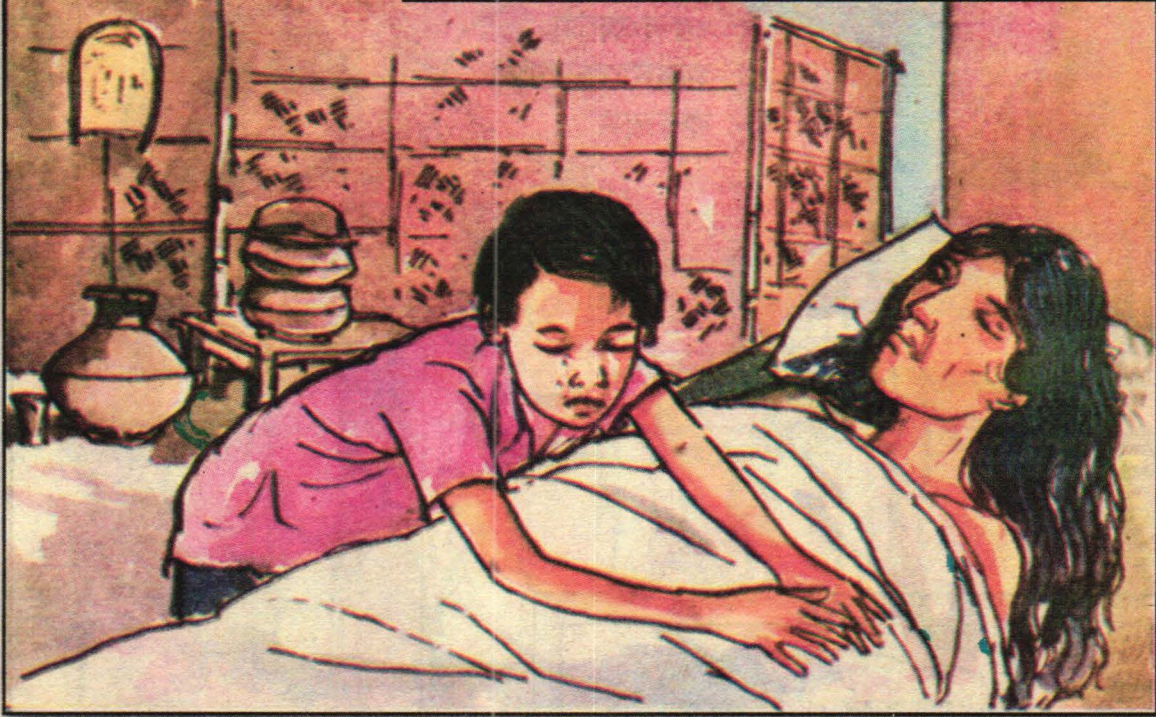
দিনে দিনে শুকিয়ে কঙ্কালের মত হল মদীনা  
মায়ের বিছানার কাছে বসে কাঁদে জামাল



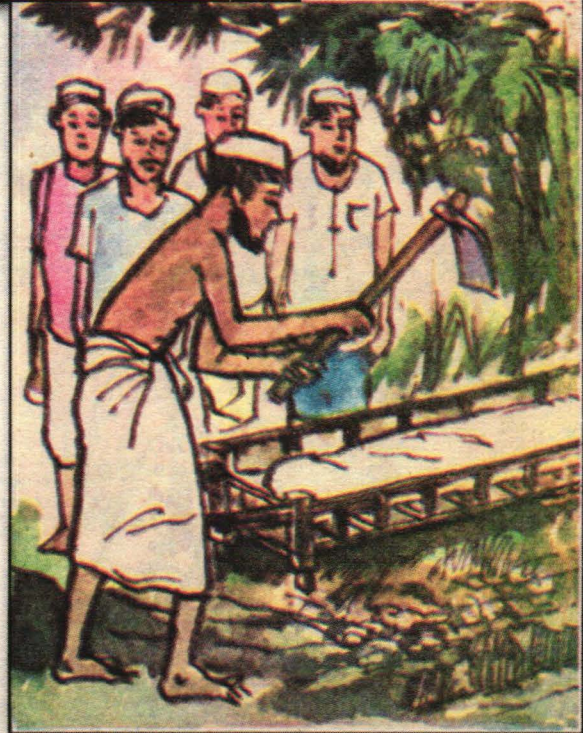
তারপর না একদিন সকল চিন্তা খুঁইয়া!  
বেহেশতের হুরী গেল বেহেস্তে চলিয়া!!



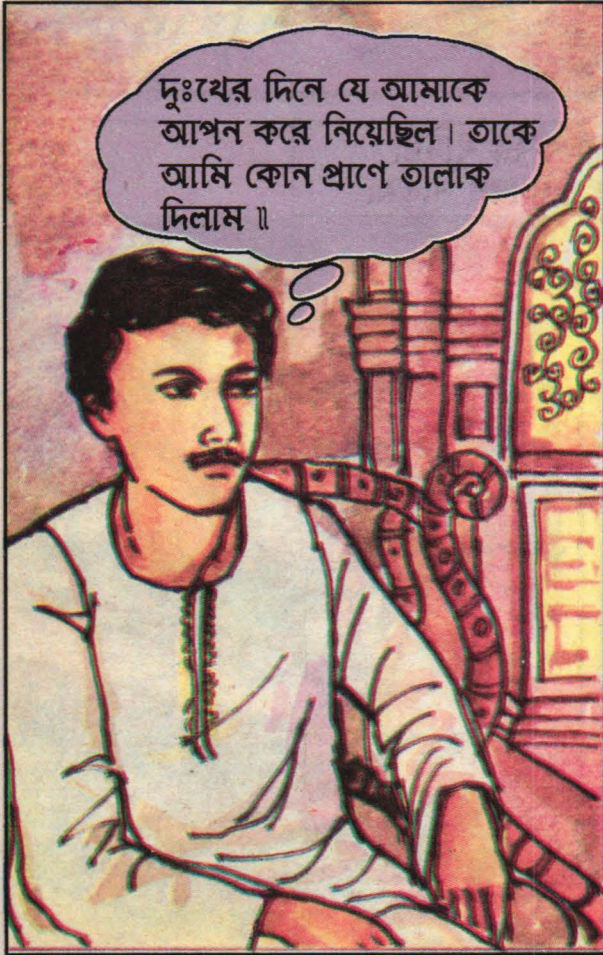
সুরত জামাল পইড়া মায়ের 'পর  
চক্ষের জলেতে ভাসে কান্দিয়া বিস্তর॥

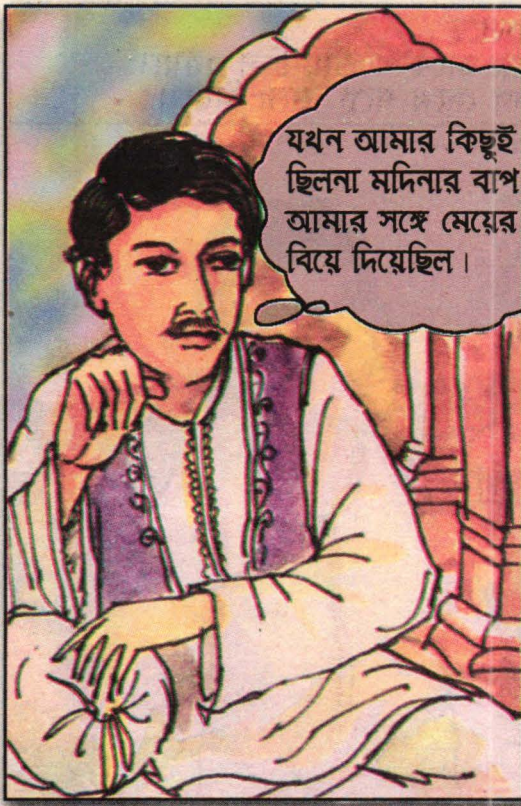


পাড়া পড়শী মিল্যা সবে কবর খুদিয়া ।  
মাটি দিল ফতুয়া মতন জানাজা পড়িয়া ।



ওদিকে বারবাহুলার সামনে দাঁড়িয়ে দুলাল ভাবে :





যখন আমার কিছুই  
ছিলনা মদিনার বাপ  
আমার সঙ্গে মেয়ের  
বিয়ে দিয়েছিল।



এ আমি কি করলাম।  
এত বড় গুনাহ করতে  
পারব না। আমি এক্ষনি  
যাব মদিনার কাছে।

কাউকে না বলে পথে বেরিয়ে পড়ে দুলাল। বান্যাচক্ষের  
দেওয়ান সবছেড়ে আবার কাজলা কান্দার পথধরে

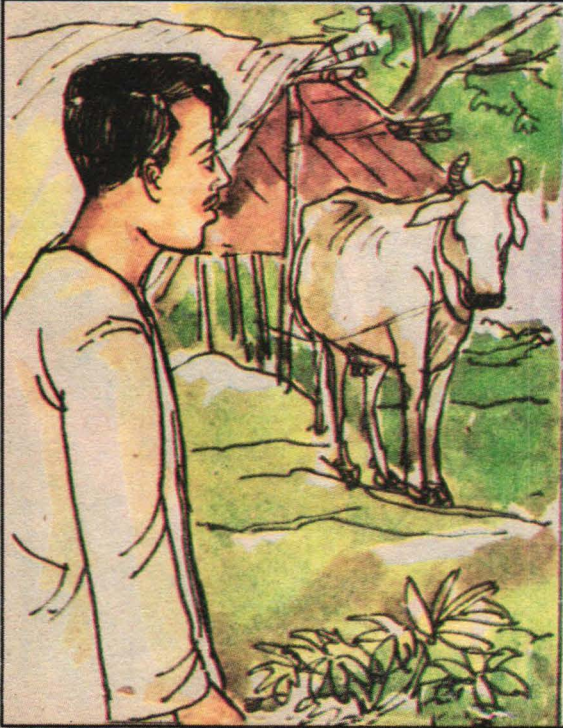




দুলাল পথ চলছে।  
মাথার উপরে ডাকে কাউয়া চিল রইয়া!  
নানা অলক্ষণ দেখে পছে মেলা দিয়া!!



বাড়ীর কাছে গিয়ে দেখে দুলাল, মদীনার  
আদরের গাই পথে দাঁড়ানো। ঘাস-পানি নেই।

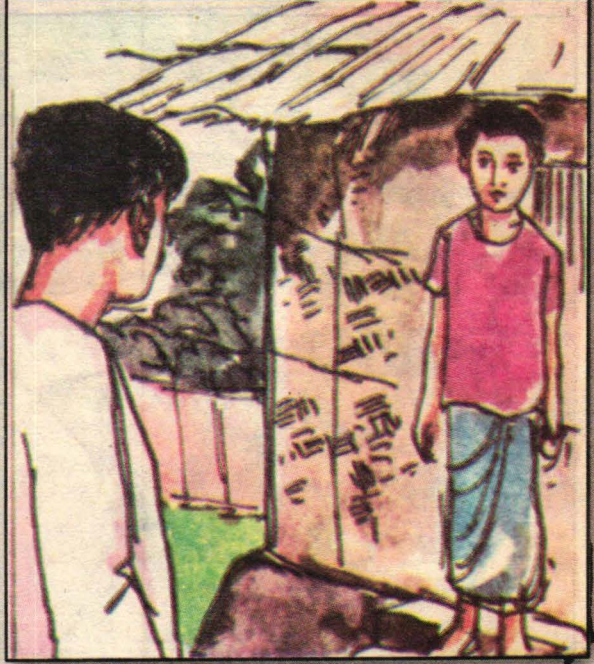


বাইর বাড়ীতে গিয়ে দেখে, ঘরের চালে ছেড়ে  
দেওয়া বুলবুলি! পিজিরা খালি!!

মদীনা কে ডেকে কোন  
উত্তর পায়না দুলাল ।



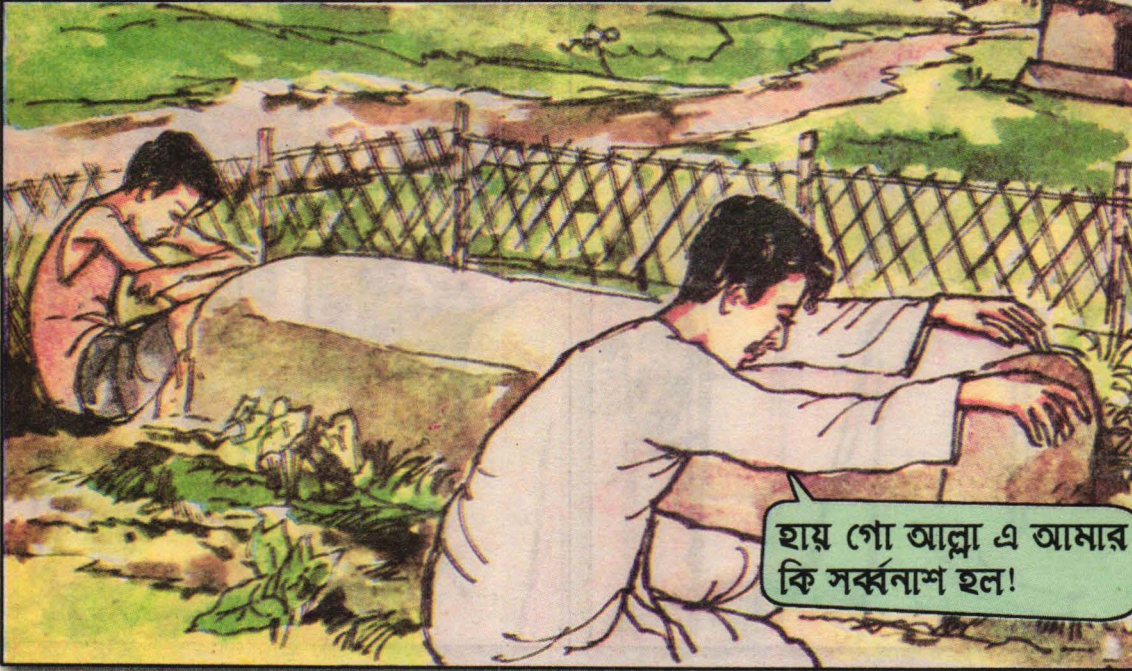
সুরত জামাল এই না ডাক শুনিয়া ।  
দুলালে দেখিল ঘরের বাহির হইয়া!!



দুলাল জিগায়, জামাল মদীনা কোথায়!  
চোখে হাত দিয়া জামাল কবর দেখায়!!



কবর দেখাইয়া পরে জমিনে পড়িয়া!  
কান্দিতে লাগিল পুত্র মায়ের লাগিয়া!!  
দুলাল পড়িয়া কান্দি কবরের উপরে।

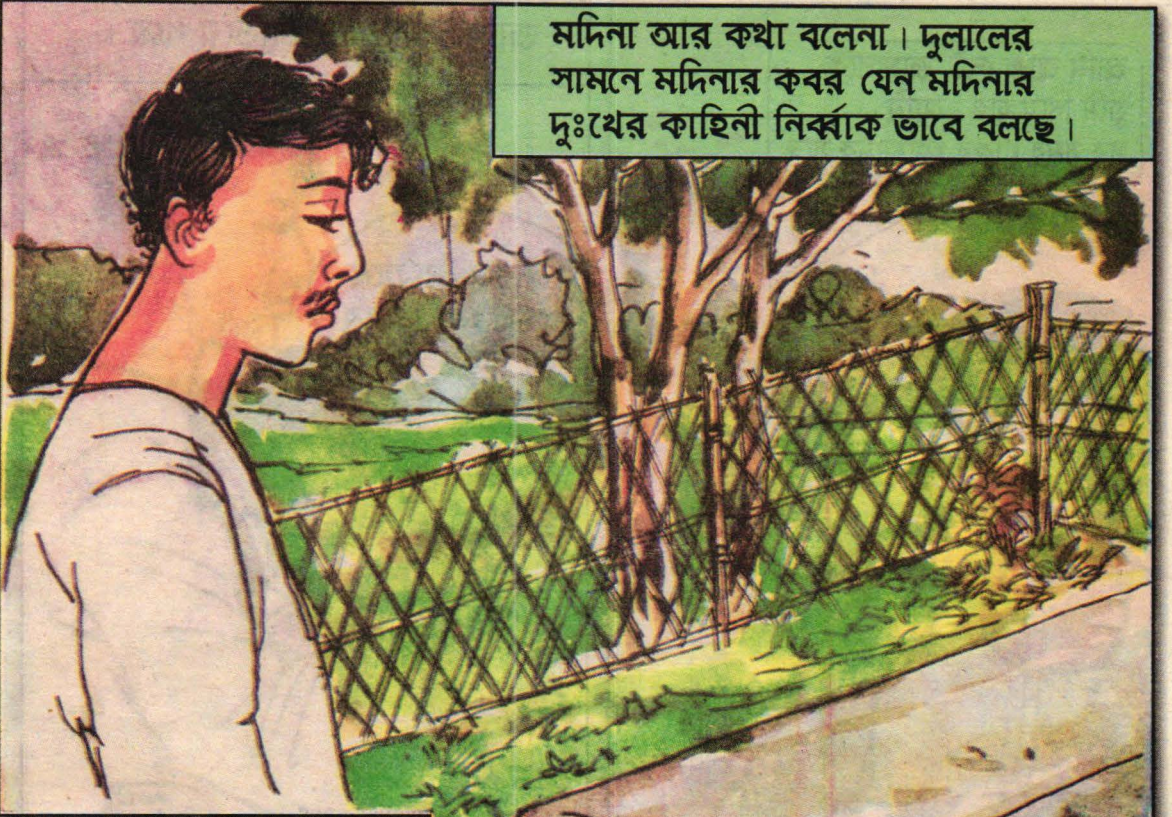


হায় গো আল্লা এ আমার  
কি সর্বনাশ হল!



মদিনা বিবি উঠ্যা কও কথা  
তোমার প্রাণে আমি আর দিবনা ব্যথা।

মদিনা আর কথা বলেনা । দুলালের  
সামনে মদিনার কবর যেন মদিনার  
দুঃখের কাহিনী নিরব্রাক ভাবে বলছে ।



দুলাল হাঁটু পেতে বসে পড়ে কবরের পাশে

আমাকে মাপ  
করে দাও মদিনা ।





জামালকে বুকে জড়িয়ে ধরে।



ধন-দৌলত সব ত্যাগ করে দুলাল  
এক কুঁড়ে ঘর বাঁধে মদিনার কবরের পাশে



দুলাল কুঁড়ে ঘরে বসে  
আল্লার আরাধনা করে।



আলাল আসে  
তাকে ফিরিয়ে নিতে।

না আলাল, সোনা-দানা  
কিছু না। মানুষের মনই  
সবচেয়ে বড় দৌলত।



শেষে একাই ফিরে আসতে  
হয় আলালকে।

মদিনার ভাই তাকে কুঁড়েঘর ছেড়ে তার নিজের ঘরে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু মদিনাকে কবরে রেখে সে কিছুতেই যাবে না



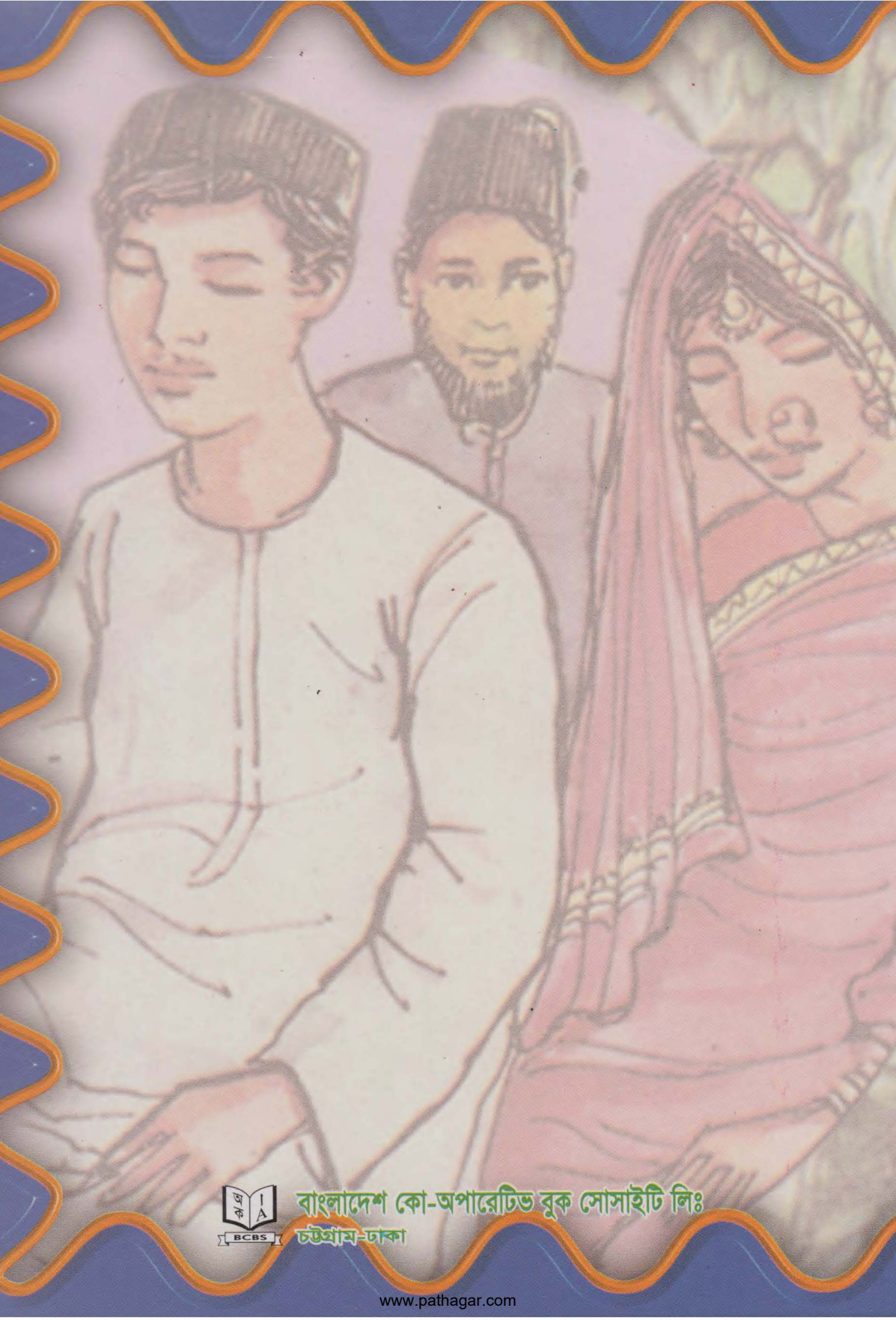
জামাল বড় হয়। নিজের বড় বাড়ী তৈরী করে বাপকে নিজের ঘরে নিতে চায়। দুলাল জামালকে আদর করে ঘরে যেতে বলে। সে থাকবে এই কবরের পাশেই।



কবরের উপর ঝরে পড়ে ফুল, গাছের  
পাতা। সে সব পরিস্কার করে দেয় দুলাল  
নিজের হাতে।



আর না সে গেল দুলাল বান্যাচন্দের শহরে।  
শেষ দিন গনে সে বসে কবরের উপরে ॥



বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ  
চট্টগ্রাম-ঢাকা